লিপি
শিলিগুড়ি, মঙ্গলবার, ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৮
Siliguri•Tuesday• February 27, 2018
Arthik Lipi, Page 3

বাইচুঙের ইস্তফা প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে নারাজ তৃণমূল

পদত্যাগ সংক্রান্ত কোনও চিঠি দল পায়নি: পার্থ চট্টোপাধ্যায়

স্টাফ রিপোর্টার : তৃণমূল কংগ্রেস থেকে বেরনোর সিদ্ধান্ত নিতে হাতিয়ার সেই সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইট। তৃণমূলের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার কথা ট্যুইট করে ঘোষণা করলেও বাইচুঙের এই সিদ্ধান্তের কথা জানেই না তৃণমূল। তাই কোনও কিছু মন্তব্য করা থেকে নিজেকে বিরত রাখলেন তৃণমূলের মহাসচিব পার্থ চট্টোপাধ্যায়। বাইচুঙের সিদ্ধান্ত প্রসঙ্গে তাঁর মন্তব্য, 'আমরা বাইচুং ভুটিয়া সম্পর্কে কিছু জানি না। এই সম্পর্কে এখন কিছু বলতে চাই না।'

২০১১ সালে খেলা থেকে অবসর নেন বাইচুং। ২০১৩ সালে তৃণমূলে যোগ দেন তিনি। লোকসভা ও বিধানসভার ভোটে তৃণমূলের টিকিটে প্রার্থী হলেও একবারও জিততে পারেননি। যদিও দলের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা ছিলই। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্নেহের পাত্রও হয়ে উঠেছিলেন এই ফুটবলার। রাজ্য সরকার তাঁকে বঙ্গভূষণও দেয়। কিন্তু কয়েক মাস আগেই গোর্খাল্যান্ডের পক্ষে মুখ খোলায় তৃণমূল অস্বস্তিতে পড়ে। ধীরে ধীরে দলের সঙ্গে তাঁর দূরত্ব বাড়তে থাকে। সেই বাইচুং সোমবার ট্যুইট করে তাঁর সিদ্ধান্তের কথা জানান। আর একজনের ট্যুইটের উপর ভর করে বেশি কিছু বলতে নারাজ তৃণমূলের মহাসচিব পার্থ চট্টোপাধ্যায়। তাঁর বক্তব্য, 'দলের কাছে বাইচুঙের পদত্যাগের বিষয়ে কোনও চিঠি আসেনি। দল এ বিষয়ে কিছু জানে না। কাজেই কোনও মন্তব্য করব না। কারও ট্যুইট দেখে তাঁর সম্পর্কে জানা দলের কাজ নয়।' দলকে না জানিয়ে হঠাৎ সোমবার সকালে ট্যুইট করে তৃণমূল থেকে তাঁর পদত্যাগের কথা জানিয়ে দেন বাইচুং ভুটিয়া। সেটা কী শৃঙ্খলাভঙ্গের শামিল? উত্তরে পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের বক্তব্য, 'এই ধরনের ব্যক্তিত্বরা রাজনীতি করে আসে না। এরা একটা পেশায় উচ্চমানের। তাই এ নিয়েও কোনও মন্তব্য করতে চাই না।' তৃণমূলে যোগদানের পর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্নেহের পাত্র হয়ে উঠলেও গত কয়েক মাসে বাইচুঙের সঙ্গে তৃণমূলের সম্পর্কে ভাটা পড়ে। বিশেষ করে একটি পত্রিকা দেওয়া সাক্ষাৎকারে বাইচুং ভুটিয়া গোর্খাল্যান্ডের পক্ষে সওয়াল করলে দলের সঙ্গে তাঁর মানসিক দূরত্ব বাড়ে। তৃণমূলের একাংশের মতে, রাজ্যসভায় টিকিট না পাওয়ায় অসন্তুষ্ট হয়ে পড়েছিলেন বাইচুং। সিকিমের রাজনীতিতে প্রাসঙ্গিক হওয়ার জন্য মানসিক প্রস্তুতিও শুরু করে দিয়েছিলেন বাইচুং। বাইচুঙের ট্যুইটের পর তাঁর রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নিয়ে জোর চর্চাও শুরু হয়ে গিয়েছে। তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরেন রিজিজুও।

এই প্রসঙ্গে এদিন তৃণমূলের মহাসচিব পার্থ চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'কে কাকে অভিবাদন জানিয়েছেন, কেন জানিয়েছেন, জানি না। এ বিষয়ে মন্তব্যও করতে চাই না।' বাইচুঙের সিদ্ধান্ত প্রসঙ্গে রাজ্যের মন্ত্রী তথা তৃণমূল নেতা শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের বক্তব্য, 'বাইচুং ভুটিয়া বড় ফুটবলার। সারা ভারত তাঁকে চেনে। কেন তিনি দল ছাড়লেন ভাবার বিষয়। তবে এ বিষয়ে মন্তব্য করার আগে দলের সঙ্গে আলোচনা করতে হবে।'

বাইচুঙের পদত্যাগ তৃণমূলের পতনের লক্ষণ, মন্তব্য রাহুলের

স্টাফ রিপোর্টার : তৃণমূলের সঙ্গে তাঁর আর কোনও সম্পর্ক নেই বলে সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইটে সোমবারই ট্যুইট করে জানিয়ে দিয়েছেন বাইচুং ভুটিয়া। আর তাঁর এই ঘোষণাতেই রাজনৈতিক মহলে জোর জল্পনা, তিনি কী বিজেপির দিকেই ঝুঁকছেন? এরই মধ্যে ফুটবলারের তৃণমূলের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার ঘটনায় রাজ্যের শাসকদলকে কড়া ভাষায় বিঁধেছেন বিজেপির কেন্দ্রীয় সম্পাদক রাহুল সিন্‌হা। তাঁর মন্তব্য, 'তৃণমূল কংগ্রেসে যে পতন শুরু হয়েছে বাইচুঙের পদত্যাগ তার পূর্ব লক্ষণ।'

তৃণমূলকে আক্রমণ করে রাহুল সিন্‌হা বলেন, 'তৃণমূলে কোনও ভদ্রলোকের জায়গা নয়। বাইচুং ভুটিয়া এতদিন টিকলেন কী করে সেটাই সবথেকে বড় প্রশ্ন।' বাইচুং ভুটিয়াকে তৃণমূলে এনে ২০১৪ সালের লোকসভা ভোটে দার্জিলিং থেকে প্রার্থী করা হয়। কিন্তু তিনি পরাজিত হন। ২০১৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে ফের তাঁকে শিলিগুড়ি থেকে প্রার্থী করে তৃণমূল কংগ্রেস। বিধানসভা ভোটেও হেরে যান তিনি। তারপরেও তৃণমূলের হয়ে দায়িত্ব সামলাচ্ছিলেন এই ফুটবলার। কিন্তু হঠাৎই সোমবার সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইটে ট্যুইট করে জানান যে, তাঁর তৃণমূলের সঙ্গে আর কোনও সম্পর্ক নেই। বাইচুঙের এই ট্যুইটের পরেই তাঁর রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নিয়ে জল্পনা শুরু হয়েছে। ঘোরাফেরা করছে নানা প্রশ্ন।

বাইচুং ভুটিয়া কী এবার বিজেপিতে যোগদান করতে চলেছেন?কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা কিরেন রিজিজুর ট্যুইট সেই জল্পনাকে আরও উসকে দিয়েছে।

সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইটে এদিন ট্যুইট করে কিরেন রিজিজু বলেন, 'ফুটবল আইকন ও প্রাক্তন ভারতীয় ফুটবল ক্যাপ্টেনের তৃণমূল থেকে পদত্যাগ প্রত্যাশিতই ছিল। আমাকে উনি বলেছিলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্য তাঁর শ্রদ্ধা রয়েছে। কিন্তু যে পরিস্থিতি চলছিল তা তিনি নিতে পারছিলেন না। ফুটবল ও সিকিমের জন্য তাঁর অনেক কিছু করার ইচ্ছা রয়েছে। তাঁকে অনেক শুভেচ্ছা।'

তা হলে শেষ পর্যন্ত কী বিজেপিতেই নাম লেখাতে চলেছেন বাইচুং? এই বিষয়ে রাহুল সিন্‌হার মন্তব্য, 'এটা পুরোপুরি ওনার বিষয়। উনি সিদ্ধান্ত নেবেন উনি কী করবেন। তবে ওনার মতো লোক যদি আসতে চান তা হলে স্বাগত।'

২০১১ সালে খেলা থেকে অবসর নেন বাইচুং। ২০১৩ সালে তৃণমূলে যোগ দেন তিনি। লোকসভা ও বিধানসভার ভোটে তৃণমূলের টিকিটে প্রার্থী হলেও একবারও জিততে পারেননি। যদিও দলের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা ছিলই।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্নেহের পাত্রও হয়ে উঠেছিলেন এই ফুটবলার। রাজ্য সরকার তাঁকে বঙ্গভূষণও দেয়। কিন্তু কয়েক মাস আগেই গোর্খাল্যান্ডের পক্ষে মুখ খোলায় তৃণমূল অস্বস্তিতে পড়ে। ধীরে ধীরে দলের সঙ্গে তাঁর দূরত্ব বাড়তে থাকে। সেই বাইচুং সোমবার ট্যুইট করে তাঁর সিদ্ধান্তের কথা জানান। যদিও সোমবার সন্ধে পর্যন্ত আনুষ্ঠানিকভাবে দলকে তাঁর পদত্যাগের ব্যাপারে কিছু জানাননি বাইচুং।

রাতের শহরে পথ দুর্ঘটনা

স্টাফ রিপোর্টার : ফের বেপরোয়া গাড়ির রেষারেষি রাতের মহানগরে। মিনিডোরের সঙ্গে অ্যাপ নির্ভর ক্যাবের রেষারেষিতে গাড়ি উল্টে জখম হলেন ক্যাবচালক।

দুর্ঘটনাটি ঘটেছে দমদম পার্কের কাছে ভিআইপি রোডের উপরে। পুলিশ সূত্রে খবর, রবিবার রাত ২টো নাগাদ লেকটাউন থেকে উল্টোডাঙা যাওয়ার পথে মিনিডোরটির সঙ্গে রেষারেষি করছিল অ্যাপ নির্ভর ক্যাবটি। দমদম পার্কের কাছে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ক্যাবটি উল্টে গেলে জখম হন চালক। তাকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

পথদুর্ঘটনার কারণ জানতে ভিআইপি রোডের সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখছে পুলিশ। মিনিডোর নিয়ে চালক পলাতক।

বন্ধ ৪৬ নং রুটের সমস্ত বাস, সমস্যায় নিত্যযাত্রীরা

স্টাফ রিপোর্টার: বিগত আট মাস ধরে বিভিন্ন সমস্যায় ৪৬ নং রুটের বাস কর্মীরা। অভিযোগ, দুই সম্পাদক হীরালাল কাউর ও বাবুলাল দত্ত কয়েকমাস ধরে শ্রমিক কল্যাণ বেনিফিট ফান্ডের টাকা তছরুপ করছেন। তার প্রতিবাদ করলে শ্রমিকদের কপালে জোটে মার। এমনটাই অভিযোগ বাস চালক কন্ডাকটরদের।

তছরুপের প্রতিবাদ করে তৃণমূল ভবন থেকে শুরু করে বিভিন্ন জায়গায় অভিযোগ জানালেও কোনও ফল হয়নি। এদিন শ্রমিকেরা ক্ষোভে ফেটে পড়েন। অবশেষে বন্ধ করে দেয় ৪৬, ৪৬ এ এবং ৪৬বি এর তিনটি বাস।

শ্রমিকদের দাবি, ২৫ লক্ষ টাকা তছরুপ করে হীরালাল ও বাবুলাল। তাদের আরও দাবি, অবিলম্বে এই দু'জনকে বহিষ্কার করতে হবে।

তা না হলে বাস চালানো সম্ভব নয়। সোমবার বাসরুট বন্ধ করে দেওয়ায় বিপাকে পড়েন নিত্যযাত্রীরা। যাত্রীদের সমস্যা ঢাল করে ময়দানে নেমে পড়ে শাসকদল। তৃণমূল নেতা বরুণ নট্ট বাস চালু করার জন্য চালকদের হুঁশিয়ারি দেন। এরপর অল্পকিছু বাস চালু হলেও বাকি চালকরা বাস চালানো থেকে বিরত থাকেন।

জানা গেছে, ইউনিয়নের সঙ্গে যুক্ত প্রত্যেকেই প্রতিদিন ১০ টাকা করে ফান্ডে জমা দিত। সেই টাকাই তছরুপ করার অভিযোগ উঠেছে। টাকা ফেরত না দেওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার হুমকি দিয়েছেন ক্ষতিগ্রস্তরা।

পরীক্ষার মরশুম মাথায় রেখে সিইএসসি-র প্রস্তুতি

স্টাফ রিপোর্টার: মার্চ মাস থেকে শুরু হচ্ছে বিভিন্ন বোর্ডের দশম ও দ্বাদশ শ্রেণির পরীক্ষার মরশুম। মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, সিবিএসসি, আইসিএসসি পরীক্ষার কথা মাথায় রেখে বিশেষ ব্যবস্থা নিল বিদ্যুৎ বণ্টন সংস্থা সিইএসসি। সংস্থার বণ্টন বিভাগের ভাইস প্রেসিডেন্ট অভিজিৎ ঘোষ জানিয়েছেন, পরীক্ষার সময় এবং তার আগে সিইএসসি'র আওতাধীন এলাকায় যাতে লোডশেডিং বা কোনওরূপ বিদ্যুৎ বিপর্যয় না ঘটে সেই কথা মাথায় রেখে ইতিমধ্যেই যাবতীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। সারা

অভিজিৎ ঘোষ

দিন-রাত রাস্তায় থাকবে সিইএসসির ১৫০টি রেডিও মোবাইল ভ্যান। যেকোনও প্রয়োজনে গ্রাহকরা সরাসরি যোগাযোগ করতে পারবেন গ্রাহক পরিষেবা কেন্দ্রে।

তপসিয়ার গ্যারেজে আগুন, ভস্মীভূত একাধিক গাড়ি

স্টাফ রিপোর্টার : সাতসকালে মা উড়ালপুলের কাছে তপসিয়ার মহেন্দ্র রায় রোডে রবারের গুদামের পাশে গ্যারেজে আগুন লাগে। ঘটনাস্থলে পৌঁছায় দমকলের ৪টি ইঞ্জিন। সোমবার ভোরে গ্যারেজটিতে আগুন লাগে।

প্রচুর দাহ্য পদার্থ মজুত থাকায় আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। একাধিক গাড়ি ভস্মীভূত হয়ে যায়। দেওয়ালেও ফাটল ধরেছে।

স্থানীয়রাই প্রথমে আগুন নেভানোর কাজে হাত লাগান। কীভাবে আগুন লাগল, তা এখনও স্পষ্ট নয়।

নামি ব্র্যান্ডের জল নকল হচ্ছে কিনা, তা দেখতে কারখানায় যাবেন পুর আধিকারিকরা

স্টাফ রিপোর্টার: জারবন্দি জলের নমুনাতে পাওয়া গেছে ব্যক্টেরিয়া। তাতে উঠে এসেছে কিছু নামি ব্র্যান্ডও। তবে নামি ব্র্যান্ডের জল নকল করে বাজারে বিক্রি করা হচ্ছে কিনা তা নিয়েই উঠেছে প্রশ্ন। সোমবার বিসলেরি কোম্পানির তরফ থেকে ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক সন্দীপ শঙ্কর এসেছিলেন কলকাতা পুরসভাতে। স্বাস্থ্য দফতরের সঙ্গে একটি বৈঠক হয়। গত দু'বছর ধরে বিসলেরির জলকে মিসব্র্যান্ডিং করে অর্থাৎ নকল করে জল বিক্রি হচ্ছে। আগে এই কোম্পানির এক নিয়ম ছিল যারা ৫ লিটার ও ২০ লিটারের জল কিনবে তারা যদি জার জমা দেয় তাহলে মোট মূল্য থেকে কিছু টাকা রিটার্ন করা হত। নিয়মটা পরে পাল্টে দেওয়া হয়। দেখা গেছে, যারা জারটা ফেরৎ দিচ্ছে তাতে আসলেই বিসলেরির লোগো থেকে শুরু সমস্ত কিছু রয়ে গেল। এবার দোকানদারা সেই জারটির মধ্যে নকল জল ভরে বাইরে বিক্রি করেছেন। বক্তব্য ওই ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকের। এমনটাই বলেন মেয়র পারিষদ অতীন ঘোষ। তিনি আরও জানান, 'তবে এই সব দোকানদারের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষমতা কোম্পানির নেই বলে তাঁরা রাজ্য পুলিশের সঙ্গে কথা বলেছিলেন। যাতে এই নকল জল বিক্রি বন্ধ করা যায় তার জন্য পুলিশের সহায়তার দরকার।' পুরসভার তরফ থেকে কী সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে এমনটা জিজ্ঞেস করা হলে অতীনবাবু বলেন, ' সত্যিই নামি ব্র্যান্ডের জল নকল করা হচ্ছে কিনা তা খতিয়ে দেখার জন্য বিসলেরির কারখানায় গিয়ে ওই জলের নমুনা সংগ্রহ করা হবে। তা পরীক্ষা করে দেখা হবে'। তিনি আরও জানান,' প্রায় ২১ টা কোম্পানি আছে যাদের

কোম্পানি আছে যাদের প্রয়োজনীয় ১টি লাইসেন্স রয়েছে আবার ১৮ টি কোম্পানি আছে যাদের প্রয়োজনীয় সব লাইসেন্সই রয়েছে। এইভাবে তালিকা করা হয়েছে'। যা বেআইনি তার জন্য আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও জানিয়েছিলেন মেয়র শোভন চট্টোপাধ্যায়।

জারবন্দি জল নিয়ে চলছে অভিযান। তাতেই যে বিপদ লুকিয়ে রয়েছে এমন ইঙ্গিত আগেই দিয়েছিলেন মেয়র শোভন চট্টোপাধ্যায়। তার নির্দেশেই ফুড সেফটি অফিসাররা এবং এনফোর্সমেন্ট ব্র্যাঞ্চ মিলে লাগাতার চলছে অভিযান। বেশিরভাগ জারবন্দি জলেই পাওয়া গেছে ব্যাক্টিরিয়া। এমনটাই রয়েছে নমুনার রিপোর্টে।

হ্যান্ডেল ছেড়ে এবার ফুটবলেই কন্ট্রোল দেখাবেন শহরের অটোচালকেরা

সুমন গাঙ্গুলী

পেশায় রেস্টুরেন্ট ব্যবসায়ী। সারাদিন হাজারো কাজের চাপ। তাতে কি। মানুষের যে কোনও বিপদে ঝাঁপিয়ে পড়েন নির্দ্বিধায়। আসলে সমাজসেবাটাই যে একমাত্র নেশা সুদীপ দে'র। এলাকায় যার পরিচয় কুট্টি বলে। একসময় ময়দানে প্রথম ডিভিশনে চুটিয়ে ফুটবলও খেলেছেন। সময় পেলে এখনও নেমে পড়েন মাঠে। আর পুরনো সেই নেশাতেই এবার এক অভিনব উদ্যোগ সুদীপের। বলা যেতে পারে কার্যত নিজের গ্যাঁটের পয়সা খরচ করেই এবার আস্ত একটা ফুটবল প্রতিযোগিতার আয়োজন করে ফেলেছেন তিনি। না। নক-আউট এই ম্যাচে কোনও নামি-দামি ফুটবলারদের পায়ে বুট আর জার্সি পরে এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত ছুটে বেড়াতে দেখা যাবে না। এমনকী গোল করতেও দেখবেন না অতীত ও বর্তমানের কোনও ফুটবলারকে। বরং মাঠ দাপাবেন তাঁরা, যাঁদের আমরা রোজ অটোর স্টিয়ারিং হাতে এক রুট থেকে অন্যরুটে যাত্রী পৌঁছাতে দেখি। দক্ষিণ কলকাতার এই রকম ৮ টি রুটের অটোচালকেরাই আগামী ৪-৫ মার্চ মাঠ দাপাবেন। কিন্তু কেন এই উদ্যোগ? সুদীপ দে'র বক্তব্য, 'দেখুন যে মানুষগুলো রোজ আমাদের গন্তব্যে পৌঁছে দিচ্ছেন, তাদের কতটুকুই বা আমরা সম্মান দিই। কিন্তু ওরাও তো মর্যাদা পাওয়ার যোগ্য। বলতে পারেন এটা ওই অটোচালক ভাইদের একটা সম্মান জানানোর প্রক্রিয়া।' বিগত বেশ কয়েকবছর ধরেই শহরের একাধিক রুটের অটো চালকদের নিয়ে বিস্তর অভিযোগ। তা কখনো যাত্রীদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহারই হোক, বা 'র‍্যাস ড্রাইভিং'। তবে তার বাইরেও যে একটা পৃথক পরিচয় আছে এই অটোচালকদের তার জন্যই এই ধরনের ফুটবল ম্যাচ। চ গু ী ত লা - চ ড. ক ত লা, তারাতলা-ঠাকুরপুকুর, তারাতলা -বালিগঞ্জ, টালিগঞ্জ- কবরডাঙা, চৌরাস্তা -সরশুনা, কবরডাঙা-ঠাকুরপুকুর, মহাবীরতলা - করুণাময়ী রুটের অটো চালকেরাই দাপিয়ে বেড়াবেন ফুটবল মাঠ।

অটো ছেড়ে এবার ফুটবলে পা দেবেন অটো চালকেরা। (ডানদিকে) সুদীপ দে।

সুদীপ দে'র বক্তব্য, 'কয়েকজন অটো চালকের জন্য গোটা অটো রুটকে কাঠগড়ায় দাঁড় করানো ঠিক নয়। এই ফুটবল ম্যাচে সেই অটো চালক ভাইয়েরাই খেলবেন, যাদের সাধারণত আমরা অনেক ক্ষেত্রেই মানুষ বলেই মনে করি না। তবে তাঁরাও যে এই সমাজের একটা অংশ, সেই বাতাই আমি দিতে চাইছি এই ফুটবল ম্যাচ থেকে।' এই আটটি অটো রুটের ৯ জন করে মোট ৭২ জন অটো চালক খেলবেন এই ফুটবল ম্যাচ। গোটা উদ্যোগেই সুদীপ দে'কে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ও ক্রীড়া সংগঠক স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায় (বাবুন)।

আর যাঁদের জন্য এই উদ্যোগ। তাঁদেরই একজন তারাতলা-ঠাকুরপুকুর অটো রুটের মনোজ সিংয়ের বক্তব্য, 'আমাদের জন্য এই ধরনের ফুটবল ম্যাচ, এটাই আমাদের কাছে বড় প্রাপ্তি। রাস্তায় অটো নিয়ে নামলেই প্যাসেঞ্জারেরা আমাদের খারাপ চোখে দেখেন। যাদের আমরা রোজ অটো করে নিয়ে যাই, তাদের সামনেই খেলতে হবে জেনে খুব ভাল লাগছে।' তবে শুধুমাত্র নামকাওয়াস্তে খেলা নয়। মনোজ সিংয়ের বক্তব্য, 'আমরা সময় পেলেই টিম নিয়ে প্র্যাকটিসে নামছি। মাঠে কাউকে এক ইঞ্চিও রেওয়াত করব না। জেতার জন্যই তো খেলতে নামছি।'

ওই দু'দিন সকালের দিকে অটো চললেও রাতে সন্ধে থেকে কিন্তু অটো য় বাড়ি ফেরার কথা মাথাতেও আনবেন না। মাঠে হয়ত সবাই নামবেন না। তাতে কি! বাইরে থেকে নিজের অটোরুটের মেসি-রোনাল্ডোদের জন্য তো গলা ফাটাতে হবে।